দৈনিক ইনকিলাব

FEB. 09 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ... ৮ ...

সিদ্ধান্তটি মেনে নেয়া যায় না

গত ২৭ জানুয়ারী 'দৈনিক ইনকিলাব' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত একটি খবরের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। উক্ত খবরে বলা হয়েছে যে, 'সরকার মাদ্রাসার মঞ্জুরি এবং এমপিওভুক্তির শর্ত হিসেবে নিয়োজিত শিক্ষকদের ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগ বাধ্যতামূলক ঘোষণা করেছেন।' অত্যন্ত বাস্তব এবং যৌক্তিক কারণে এ সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করা যায় না। কেননা এদেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ হচ্ছে শিক্ষিত বেকার যুবক। যারা একটি কর্মসংস্থানের অভাবে নিজের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়কে নষ্ট করছেন। একটি ন্যূনতম বেতনের চাকুরীর অন্বেষায় হন্যে হয়ে ঘুরে ফিরেছেন এখানে-সেখানে। সংরক্ষিত কোটা, মুক্তিযোদ্ধা কোটা, মহিলা কোটাসহ নানান কোটার ভিড়ে সাধারণ বেকারদের Application করার মত তেমন কোন জায়গা নেই। এ সকল হতাশ বেকারের সর্বশেষ ঠিকানা ছিল মাদ্রাসা। সে জায়গা হতেও সরকার তাদেরকে বের করে দিচ্ছেন। অথচ একজন বেকার তরুণের একটি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হলে সহজেই সে একজন তরুণীকে নিয়ে সুখের ঘর বাঁধতে পারে। যা একজন তরুণীর চাকুরী হলে সম্ভব নয়। এমনকি কখনো কখনো একজন শিক্ষিত ছেলের ওপরই অর পরিবারের অন্যান্যরা নির্ভশীল হয়, কিন্তু মেয়ের আয়ের ওপর হয় না।

মাদ্রাসা একটি দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মহিলাদের এত কোটা এবং সুযোগ থাকার পরও মাদ্রাসার মত ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মঞ্জুরি ও এমপিওভুক্তির জন্য মহিলাদের দ্বারা ৩০% শিক্ষক পূরণ হওয়া যৌক্তিক হতে পারে না; বরং যোগ্যতার ভিত্তিতে পুরুষ-মহিলা যেই হোক না কেন তাকেই সুযোগ দেয়া উচিত। এতএব, যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি– মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগে মহিলা বা হিন্দু কোটা নয়; বরং যোগ্যতার মূল্য দেয়া হোক।

–মোঃ ইকবাল হোসাইন বাদল, করটিয়া, টাঙ্গাইল।